১১ই সেপ্টম্বরের সন্ত্রাসী হামলার স্মরণে

প্যাট্রিসিয়া এ বিউটেনিস
বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত

১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার বার্ষিকী সকল ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বিধাহীন নিন্দা পুনর্ব্যক্ত করার এক উপযুক্ত উপলক্ষ্য। কোন ধর্ম বিশ্বাসেই নিরপরাধ নাগরিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা এবং তাদের হত্যা করা অনুমোদন করে না। কোন কারণ বা অভিযোগ, তা যতোই সঙ্গত হোক না কেন, এই ধরনের কর্মকান্ডকে যুক্তিযুক্ত করে না।

১১ই সেপ্টেম্বরের হামলায় যারা হতাহত হয়েছিল, তারা ছিল বাংলাদেশসহ ৯০টির বেশি দেশের নাগরিক এবং ইসলামসহ বিভিন ধর্মমতের অনুসারী। ১০ বছর আগে ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর বিভিন্ন দেশের, ধর্মমতের, জাতি-বর্ণের হাজার হাজার মানুষ তার উস্কানিতে বা তার প্ররোচিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নিহত হয়েছে।

আমরা তালিবান সরকারকে অপসারণের উদ্যোগ নেয়ার আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও আমাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা শুরু হয়। আল কায়েদার এজেন্ডা হলো ইসলামী বিশ্বের অনেক গর্বিত ও সার্বভৌম দেশের ওপর তালিবান ধরনের স্বৈরশাসন চাপিয়ে দেয়া। মুসলমানসহ যারা তাদের চরমপন্থায় বিশ্বাস করেনা, তাদের তারা বরদাস্ত করেনা। আফগানিস্তানে তালিবান শাসনের মধ্যে আমরা দেখেছি তারা কোন ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে ছোট ছোট মেয়েদের স্কুলে যেতে দেয়া হয় নি, মহিলাদের কাজ করতে দেয়া হয়নি, সঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল। আল কায়েদার সংগে যোগাযোগ থাকুক বা না থাকুক, হিংসাশ্রয়ী চরমপন্থীরা বাংলাদেশেও একই ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বাংলাদেশের

জনগণ চরমপন্থীদের সন্ত্রাসবাদ ও তাদের সমাজ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা জুলুমের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা এবং অসহিষ্ণুতার পরিবর্তে সহিষ্ণুতাকে বেছে নিয়েছে।

আল কায়েদা এই দাবি করছে যে তারা ইসলামের পক্ষে কাজ করছে এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদেরকে হুমকি দিচ্ছে। তবে ইসলাম, খ্রীষ্টান এবং ইহুদী ধর্মসহ বিশ্বের সব বড় বড় ধর্ম সামাজিক ন্যায় বিচার, একে অপরের প্রতি সমবেদনা, দরিদ্রের প্রতি উদ্বেগ এবং পরিবার এবং মানবতার প্রতি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সব ধর্ম বিশ্বাসে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে জীবন অত্যন্ত মুল্যবান এবং নিজের জীবনসহ অন্য কারো প্রাণনাশ করা একটি অত্যন্ত ভুল কাজ। আল কায়েদা ইসলামের পক্ষে কথা বলে না এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। এই সংগ্রাম যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য এবং ভারতের জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করছে যারা হত্যা, সন্ত্রাস এবং সহিংসতাকে বৈধতা দেয়ার জন্য ধর্মকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করছে।

বিশ্ব একটি সভ্যতার সংঘাতের মধ্যে রয়েছে, আল কায়েদার এই ব্যাখ্যা প্রদানের বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্ব সম্প্রদায় হুমকি এবং মানুষের দুর্গতি হ্রাসের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠির জীবনধারা উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের সাথে একযোগে কাজ করার মধ্য দিয়ে আমেরিকা তার ভূমিকা পালন করছে। দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে আমেরিকা ফিলিস্তিনী জণগনকে সর্বোচ্চ পরিমাণ সহায়তা দিয়ে আসছে। সুনামীতে ক্ষতিগ্রস্ত ইন্দোনেশিয়া এবং ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত পাকিস্তানেও যুক্তরাষ্ট্র সর্বাধিক সহায়তা প্রদান করেছে। বাংলাদেশে আমরা মুসলিম বালক বালিকাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য সহায়তা করছি, মুসলিম মেয়েরা যাতে স্বাস্থ্য ক্লিনিকে যেতে পারে সেজন্য সাহায্য দিচ্ছি এবং যুব মুসলিমদেরকে চাকুরী পাওয়ার প্রশিক্ষণ প্রদান করছি। তারা মুসলিম বলে আমরা এটা করছি না আমরা এটা করছি এই জন্য যে আমরা একই মানবতার অংশীদার।

আমরা যেমন ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের দিকে ফিরে তাকাই, তেমনি আমরা সামনের দিকেও তাকাই। আমরা ঘৃণার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বের সব দেশের সাথে অংশীদার হিসেবে কাজ করতে চাই। আমরা আশা এবং সুযোগের একটি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করতে চাই। আমাদের কোন ভুল-ত্রুটি নেই তা আমরা বলছি না, তবে আমরা মনে করি মুক্তি ও ন্যায় বিচারের যে আদর্শে আমরা বিশ্বাস করি সেটা সার্বজনীন।

==========

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*